দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... MAY 1 2 1999 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

157

পাবনায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

পাবনা সংবাদদাতা ॥ জেলার ৯টি থানায় শিক্ষক স্বল্পতা, শিক্ষা উপকরণের অপ্রতুলতা, এক শ্রেণীর শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী দায়িত্বে অবহেলা এবং উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হইতেছে। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালু করার পরও অবস্থার তেমন কোন অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাইতেছে না। বরঞ্চ শিক্ষার মান, শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে।

এক পরিসংখ্যানে জানা গিয়াছে প্রাথমিক স্তরে পাবনা জেলায় মোট ২ হাজার ৩২০টি বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় রহিয়াছে। ইহার মধ্যে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬৬৪টি, বেসরকারী

(৯ম পৃঃ দ্রঃ)

পাবনায় প্রাথমিক শিক্ষা

(৩য় পৃঃ পর)

রেজিষ্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪০৪টি, বেসরকারী আন-রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯২টি, উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় ১১টি, স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা ২২১টি, উচ্চ মাদ্রাসা সংযুক্ত এবতেদায়ী মাদ্রাসা ৩৭টি, কিণ্ডারগার্টেন ৩৯টি, কমিউনিটি বিদ্যালয় ১৭টি, স্যাটেলাইট বিদ্যালয় ৯৮টি এবং ১১টি এনজিও পরিচালিত উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয় ৭৩৭টি। জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ছেলে-মেয়ের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৯৬ হাজার ৮ শত ৯৮ জন। কিন্তু বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসা করিতেছে ৩ লক্ষ ৪১ হাজার ২ শত ৮০ জন। অবশিষ্ট ৪৪ হাজার ৮ শত ১৮ জন ছেলে-মেয়ে বিদ্যালয়ে যায় না। দারিদ্র্যই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া জানা গিয়াছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গিয়াছে, জেলার ৯টি থানায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ২৩১টি শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য রহিয়াছে। শূন্য পদগুলির মধ্যে ৬২টি প্রধান শিক্ষক এবং ১৬৯টি সহকারী শিক্ষকের পদ। বেসরকারী রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪ জন করিয়া শিক্ষক থাকার কথা থাকিলেও অনেক বিদ্যালয়েই ২/৩ জনের বেশী শিক্ষক নাই। তবে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্য পদগুলিতে লোক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলিতেছে বলিয়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জানান। সরেজমিনে দেখা গিয়াছে, জেলার বেশীরভাগ সরকারী বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, ব্ল্যাকবোর্ড, চকডাষ্টার, খাতা-পত্র ইত্যাদির অভাব প্রকট। অনেক বিদ্যালয় ভবনের অবস্থাও জরাজীর্ন অনেক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের স্থানাভাবে খোলা জায়গা অথবা গাছের ছায়ায় মাদুর বিছাইয়া ক্লাস করিতে হয়। বিদ্যালয়সমূহের ম্যানেজিং কমিটি ও প্রধান শিক্ষক বারবার থানা শিক্ষা পরিকল্পনা কমিটিকে লিখিতভাবে জানাইয়াও স্কুল-গৃহ নির্মাণে সহায়তা বা প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ পাইতেছে না। এরকম বিদ্যালয়ের সংখ্যা গ্রামেই বেশী। এইসব বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি এবং শিক্ষকদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ নিয়া প্রায়ই মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। প্রচুর সংখ্যক ভুয়া ছাত্র ছাত্রী দেখাইয়া খাদ্য নিয়া চরম দুর্নীতি চলে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে।